‘এই ব্লকে থাকতে হলে টাকা দিতে হবে’ রাবি শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগ নেতার হুমকি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক শিক্ষার্থীকে হলের কক্ষে মারধর করে তার সিটে আরেকজনকে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক মনিরুল ইসলাম স্বপনের বিরুদ্ধে। গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে ৩টায় শহীদ হবিবুর রহমান হলের ৪০৪ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওইদিন রাত ১০টায় নগরীর মতিহার থানায় লিখিত অভিযোগ দেন ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থী।

ওই শিক্ষার্থীর নাম ফয়সাল আহম্মেদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ও শহীদ হবিবুর রহমান হলের ৪০৪ নম্বর কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী।

লিখিত অভিযোগে ফয়সাল আহম্মেদ উল্লেখ করেন, ‘গত ১২ মার্চ রাত সাড়ে ৮টার দিকে হলের ৪০৪ নম্বর কক্ষে মনিরুল ইসলাম গিয়ে তাকে বলেন ‘তুমি এখন রুম থেকে বের হয়ে চলে যাও, না গেলে তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলব’। ‘তোমাকে বাঁচানোর মতো কেউ নাই’ বলে অন্য একটি ছেলের বিছানাপত্র তার কক্ষে রেখে চলে যান।

এরপর গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মনিরুল তার সঙ্গে ২০ থেকে ২৫ জনকে নিয়ে আবার ফয়সালের কক্ষে যান। কক্ষে তিনি ফয়সালকে বলেন, ‘তোকে না রুম থেকে বের হয়ে যেতে বলেছিলাম? তুই এই রুমে এখনো কি করিস? হল কি তোর বাপের, আমার এই ব্লকে থাকতে হলে আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে থাকতে হবে।’

এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে ফয়সালকে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয় এবং বিছানাপত্র বের করে বাইরে ফেলে দেন।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ফয়সাল আহমেদ বলেন, ‘আগে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। পরে গতকাল স্বপন কয়েকজন নিয়ে গিয়ে আমাকে মারধর করে এবং আমার কক্ষ্যে অন্যজনের বিছানাপত্র আমার কক্ষে রেখে যায়।’

এদিকে তার কক্ষে বিছানাপত্র রেখে যাওয়া শিক্ষার্থীর নাম আহাদ। তিনি হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে তাকে ফোন দিয়ে পরিচয় দিলে তিনি কল কেটে দেন। পরে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে অভিযোগের বিষয়টি ‘সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন’ দাবি করে ছাত্রলীগের সহসম্পাদক মনিরুল ইসলাম স্বপন বলেন, ‘আমি কাউকে মারধর করিনি। আগামী সম্মেলনের প্রার্থী হওয়ায় আমার বিরুদ্ধে কারো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে এসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে।’

মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ‘ফয়সাল নামের একজন শিক্ষার্থীর অভিযোগ পেয়েছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ঘটনা হওয়ায় আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা এ ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।’

সার্বিক বিষয়ে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি বিষয়টি জেনেছি। ওই কক্ষের সমস্যারও সমাধান করেছি। ফয়সাল আহমেদের কক্ষে যাকে জোর করে তোলা হয়েছে তাকে তার নির্ধারিত সিটে চলে যাওয়ার জন্য বলেছি।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আসাবুল হক বলেন, এ বিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। তবে পুলিশ ও প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পেরেছি।